দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 11 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ২/২

তিন সরকারের আমলে সাত জেলা নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে হয়নি একটিও

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শনিবার সিরাজগঞ্জ জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করেছেন। এই নিয়ে গত আট বছরে তিন সরকারের আমলে একে একে সাত জেলা নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করা হলো। ২০০৬ সাল নাগাদ দেশকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণার লক্ষ্যেই এসব তৎপরতা। কিন্তু জেলায় জেলায় মানুষকে 'যেভাবে সাক্ষর' করা হচ্ছে, তার উল্লেখ করে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এ পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে একটি জেলাও নিরক্ষরমুক্ত হয়নি। বিভিন্ন কারণে ২০০৬ সাল নাগাদ দেশকে

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

তিন সরকারের

(প্রথম পাতার পর)

নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণার লক্ষ্যও বাস্তবায়িত হবে না। শনিবার সিরাজগঞ্জকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণার অনুষ্ঠানে শিক্ষা খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতি ইঙ্গিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা চাই প্রতিটি পয়সা যেন ঠিকমতো ব্যবহার হয়। দেশ ও দেশের মানুষ যাতে এ থেকে উপকার পায়। অর্থ নিয়ে কিছু দুর্নীতি ও অনিয়মের খবর আমার কানে আসে। আজ আমি সবাইকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতে চাই, শিক্ষা নিয়ে কোন অনিয়ম, শৈথিল্য ও দুর্নীতি সহ্য করা হবে না।'

সরকারী তথ্য অনুযায়ী, সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের (টিএলএম) লক্ষ্য ছিল সাক্ষরতার হার ২০০০ সালের মধ্যে ৬২ শতাংশে এবং ২০০২ সাল নাগাদ ৮০ শতাংশে উন্নীত করা। ২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণ নিরক্ষরমুক্ত করা। উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৬ সালের মধ্যে ৩ কোটি ৪০ লাখ মানুষকে সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন করার জন্য এ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। গত এক যুগে তিন সরকারের আমলে সহস্রাধিক কোটি টাকা ব্যয় হয়ে গেছে 'নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণার' কর্মসূচীতে। 'কাগজে-কলমে' এ পর্যন্ত ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষকে সাক্ষর করা গেছে। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় কর্মসূচী চলছে, তাতে ২০০৬ সাল দূরের কথা, এমনকি ২০০২ সালও নয়, ২০০০ সালের লক্ষ্যমাত্রাই এখনও অর্জন সম্ভব হয়নি।

সিরাজগঞ্জকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণার অনুষ্ঠান ছিল বর্ণাঢ্য। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ সমবেত হয়েছিলেন সিরাজগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাঠে। অনেকেই এসেছেন স্বেচ্ছায়, আবার অনেকে এসেছেন প্রশাসনিক নির্দেশে। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান, টিএ্যান্ডটিমন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. তাহমিনা হোসেন উপস্থিত ছিলেন। সিরাজগঞ্জের মানুষের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সাক্ষরতা অর্জনই শেষ কথা নয়, অর্জিত জ্ঞান ধরে রেখে বাস্তবসম্মত জীবনধর্মী কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে হবে, নিজেকে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। নিজে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে অন্যকেও আলোকিত মানুষ হতে সাহায্য করতে হবে।